Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

সামাজিক নিরীক্ষা
গুনগত শিক্ষা

সিবিও প্রতিনিধি

জামালপুর, সিরাজগঞ্জ এবং কুড়িগ্রাম এর পক্ষ হতে

ঢাকাঃ ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯

সূচি

- ভূমিকা
- তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি
- পর্যবেক্ষণসমূহ
- সুপারিশসমূহ

ভূমিকা

ভূমিকা

- বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালায় এসডিজি'র অগ্রাধিকারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছে
- যদিও সামগ্রিক বিচারে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, একই সাথে স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা এসডিজি কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এসডিজির ১৭ টি অভীষ্টের মধ্যে কমপক্ষে ১২ টির (৯, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৭ ব্যতিরেকে) বাস্তবায়নে সমন্বিত কমিউনিটি পর্যায়ের কর্মকৌশল প্রয়োজন হবে
- বাংলাদেশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এ সকল সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা সকলেই স্বীকার করে
- উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে সিপিডি ও অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় "গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ", শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে
- প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জ্ঞানবর্ধন, সাংগঠনিক এবং নেটওয়ার্কিং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপন্ন এবং প্রান্তিক জনসম্প্রদায়ের এসডিজি সংশ্লিষ্ট সেবার চাহিদা এবং রাষ্ট্রের প্রদানকৃত সেবার মাঝে জবাবদিহিতার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা

ভূমিকা

- সামাজিক জবাবদিহিতা কৌশলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল জাতীয় এবং স্থানীয় নীতিনির্ধারণ, উন্নয়ন অর্থায়ন, সেবা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নাগরিক এবং জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর, সরকারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব প্রকাশের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা
- এছাড়াও, এটি নাগরিক ও জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ এবং তার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া দেবার সুযোগ করে দেয়
- যেহেতু প্রকল্পটি স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত সেবা প্রদান, সরকারি সেবার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঞ্চালিত হবে সেদিকগুলোকে মাথায় রেখে প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বহুল ব্যবহৃত সামাজিক জবাবদিহিতা টুল হিসেবে সামাজিক নিরীক্ষা (social audit) টুলটি নির্বাচন করা হয়েছে
- আলোচ্য এলাকাসমূহে (জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম) সামাজিক নিরীক্ষার বিষয় হিসেবে এসডিজি ৪ (গুনগত শিক্ষা)-এর আওতায় প্রাথমিক শিক্ষাকে নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত এলাকার ভৌগোলিক বিপন্নতার প্রেক্ষিত (চর) এবং এসডিজি সংশ্লিষ্ট প্রধান একটি উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করা হয়েছে
  - আলোচ্য এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝড়ে পড়ার হার জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশী (১৮.৮%, ২০১৭)
  - আলোচ্য এলাকাসমূহে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত টিকে থাকার হার জাতীয় গড়ের চেয়ে কম (৮৩.৩%, ২০১৭)

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

❑সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য সিবিও নেতাদের নিয়ে সোশ্যাল অডিট টিম গঠন করা হয়। সোশ্যাল অডিট টিম প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক দিক বিবেচনায় সিবিওদের অংশগ্রহণে চূড়ান্তকৃত প্রশ্নপত্রের উপর সেবা গ্রহনকারী এবং সেবা প্রদানকারী উভয়ের মাঝে মৌখিক সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাতকার প্রদানকারীদের একটি সার্বিক পরিসংখ্যান নিচে তুলে ধরা হলঃ

উত্তরদাতা	জামালপুর	সিরাজগঞ্জ	কুড়িগ্রাম
সেবাগ্রহীতা			
শিক্ষার্থী	৫০	১০৩	১০০
অভিভাবক	৫০	২০	৫০
মোট	১০০	১২৩	১৫০
সেবা প্রদানকারী			
শিক্ষক	২৫	১০	৫০
এসএমসি	২৫	১০	২৫
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি	৩	৮	২
উর্ধ্বতন শিক্ষা কর্মকর্তা	১	১	২
মোট	৫৪	২৯	৭৭
সর্বমোট	১৫৪	১৫২	২২৭
মোট বিদ্যালয়	২৫	১৪	২৫

পর্যবেক্ষণসমূহ

প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী আলোচ্য এলাকাসমূহে প্রায় ৬০% শিক্ষার্থী ৫ম শ্রেণী হতে ঝড়ে পরে। প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান এবং গ্রহণ সম্পর্কিত সকল চ্যালেঞ্জসমূহকে নিম্নোক্ত শ্রেণীবিভাগের আওতায় লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে

অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা

- সিরাজগঞ্জ এবং কুড়িগ্রামে জরিপকৃত প্রায় ৪৩-৬৮% বিদ্যালয়ে ধারন ক্ষমতার চেয়ে বেশী ছাত্র-ছাত্রী বসে। এক্ষেত্রে **কুড়িগ্রামের রৌমারীর অবস্থা তুলনামূলকভাবে খারাপ**
- সিরাজগঞ্জ এবং কুড়িগ্রামে জরিপকৃত প্রায় ৪৩-৪৪% বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে **জামালপুরে জরিপকৃত প্রায় ৬৮% বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা নেই**
- সিরাজগঞ্জ এবং কুড়িগ্রামে জরিপকৃত প্রায় ৫২-৫৭% বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা ল্যাট্রিন
- সিরাজগঞ্জ এবং কুড়িগ্রামে জরিপকৃত প্রায় ৭১-৮৪% বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য কোন আলাদা সুবিধা নেই। এক্ষেত্রে **কুড়িগ্রামের রৌমারীর অবস্থা তুলনামূলকভাবে খারাপ**
- কোন বিদ্যালয়েই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই
- সিরাজগঞ্জ এবং কুড়িগ্রামে জরিপকৃত প্রায় ৩৬-৬০% বিদ্যালয়ে কোন বিনোদনের ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে **কুড়িগ্রামের রৌমারীর অবস্থা তুলনামূলকভাবে খারাপ**

আর্থিক সুযোগ সুবিধা

- জরিপকৃত শতভাগ স্কুলেই উপবৃত্তির ব্যবস্থা আছে এবং গড়ে প্রায় ৯০% এর মত শিক্ষার্থী উপবৃত্তির সুবিধা ভোগ করছেন
- জরিপকৃত শতভাগ স্কুলেই স্কুল ফিডিং ব্যবস্থা আছে এবং গড়ে প্রায় সকল শিক্ষার্থী এর সুবিধা ভোগ করছেন। **শুধুমাত্র জামালপুরে জরিপকৃত ৫৬% বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা পাওয়া যায় নি**

জনবল

- বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক নেই এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই। এ কারণে অনেক সময় বদলী শিক্ষকদের দ্বারা ক্লাস নিতে হয়।
  - সিরাজগঞ্জ এবং কুড়িগ্রামে জরিপকৃত প্রায় সকল উত্তরদাতা বলেছেন বিদ্যালয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক নেই
  - সিরাজগঞ্জ এবং কুড়িগ্রামে জরিপকৃত প্রায় ৮৮-১০০% উত্তরদাতা বলেছেন বিদ্যালয়ে কোন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই
  - সিরাজগঞ্জ এবং কুড়িগ্রামে প্রায় ৩৫-৪৩% উত্তরদাতা বলেছেন বিদ্যালয়ে বদলী শিক্ষকদের দ্বারা ক্লাস নেয়া হয়
- আলোচ্য তিন জেলায় জরিপকৃত প্রায় ৬৮-৯৮% উত্তরদাতা বলেছেন বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে কুড়িগ্রামের প্রায় সকল উত্তরদাতা বলেছেন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে

ব্যবস্থাপনা

- শিক্ষকেরা নিয়মিত স্কুলে এবং ক্লাসরুমে উপস্থিত থাকেন না। উপরন্তু অনেকেই শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়তে উৎসাহিত করে
  - **সিরাজগঞ্জে জরিপকৃত প্রায় ৬০% উত্তরদাতা বলেছেন শিক্ষকেরা নিয়মিত এবং যথাসময়ে ক্লাসে আসেন না**। এক্ষেত্রে কুড়িগ্রামের প্রায় ৮৫% উত্তরদাতা বলেছেন শিক্ষকেরা নিয়মিত এবং যথাসময়ে ক্লাসে আসেন
  - সিরাজগঞ্জ এবং কুড়িগ্রামে জরিপকৃত প্রায় ৭১% উত্তরদাতা বলেছেন শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়তে উৎসাহিত করে এবং প্রায় ৬২-৮৫% উত্তরদাতা বলেছেন শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়তে হয়
- অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এসএমসি থাকলেও নিয়মিত এসএমসি সভা হয় না। এসএমসির সদস্যগণ অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত নন
  - **সিরাজগঞ্জে জরিপকৃত প্রায় ৭৫% উত্তরদাতা বলেছেন নিয়মিত এসএমসি সভা হয় না**। এক্ষেত্রে কুড়িগ্রামের প্রায় ৮৭% উত্তরদাতা বলেছেন নিয়মিত এসএমসি সভা হয়
  - জামালপুরে জরিপকৃত প্রায় ৪৮% বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি ও দায়িত্বপ্রাপ্তরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত নন

পর্যবেক্ষণসমূহ

- নিয়মিত অভিভাবক সভা হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রেই অভিভাবকদের অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। সেবাদাতা এবং সেবাগ্রহীতা উভয়ের মাঝেই শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে
  - **জামালপুর ও সিরাজগঞ্জে জরিপকৃত প্রায় ৬৪-৮৪% উত্তরদাতা বলেছেন নিয়মিত অভিভাবক সভা হয় না**। এক্ষেত্রে কুড়িগ্রামের প্রায় ৮৮% উত্তরদাতা বলেছেন নিয়মিত অভিভাবক সভা হয়
  - সিরাজগঞ্জে জরিপকৃত প্রায় ৫৩% উত্তরদাতা বলেছেন অভিভাবকদের অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এক্ষেত্রে কুড়িগ্রামের প্রায় ৭৪% উত্তরদাতা বলেছেন নিয়মিত অভিভাবক সভা হয়
  - **সিরাজগঞ্জে জরিপকৃত প্রায় ৭৫% উত্তরদাতা শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কে অবগত নন**। এক্ষেত্রে কুড়িগ্রামের প্রায় ৭৯% উত্তরদাতা বলেছেন তারা শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কে অবগত

মনিটরিং এবং মূল্যায়ন

- প্রায় সকল বিদ্যালয়ে নিয়মিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিয়মিত স্কুল পরিদর্শন না করার কারণে অনেক অব্যবস্থাপনা রয়ে যায়
  - **সিরাজগঞ্জে জরিপকৃত প্রায় ৭১% উত্তরদাতা বলেছেন উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিয়মিত স্কুল পরিদর্শন করেন না**। এক্ষেত্রে কুড়িগ্রামের প্রায় ৯১% উত্তরদাতা বলেছেন উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিয়মিত স্কুল পরিদর্শন করেন

সুপারিশসমূহ

সাধারণ সুপারিশসমূহ

১. বিদ্যালয়সমূহের মানোন্নয়নে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে

- শিক্ষার্থীদের বসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে দিতে হবে যেন ক্লাসে মনোযোগ বিঘ্নিত না হয় এবং গুনগত শিক্ষা অর্জনে বিঘ্ন না ঘটে
- সকল বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা করতে হবে এবং ছাত্রীদের জন্য আলাদা ল্যাট্রিনের সুব্যবস্থা করতে হবে
- সকল বিদ্যালয় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে
- প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে

২. বিদ্যালয়সমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণ এবং দক্ষ জনবল নিশ্চিত করতে হবে

- বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের শূন্য পদগুলি অবিলম্বে পূরণ করতে হবে
- এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে
- বদলী শিক্ষক দিয়ে ক্লাস নেয়ার চর্চা বন্ধ করতে হবে
- শিক্ষকদের সাধারণ প্রশিক্ষণের বাইরেও জীবন দক্ষতা-ভিত্তিক এবং বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর জোর দিতে হবে

৩. বিদ্যালয় পরিচালনার সাথে জড়িত সকল অব্যবস্থাপনা দূর করতে হবে এবং এক্ষেত্রে তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে

- নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষকদের ক্লাসরুমে উপস্থিত এবং প্রস্থান নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে যারা নিয়মিত তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়া যেতে পারে যাতে অনিয়মিতরাও উৎসাহিত হয়
- শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ানোর জন্য উৎসাহিত করা যাবে না। তবে যারা দুর্বল শিক্ষার্থী তাদের জন্য আলাদাভাবে সময় দেয়া যেতে পারে
- এসএমসি সদস্যদের নির্বাচন পরবর্তীতেই তাদের নিজস্ব দায়িত্ব এবং কার্যবিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে হবে এবং তারা যেন নিয়মিত সভা করেন তা নিশ্চিত করতে হবে
- অভিভাবকদের নিয়মিত সভা করতে হবে, সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং অভিভাবকদের অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির জন্য দ্রুত এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে
- উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্কুল মনিটরিং বাড়াতে হবে

বিশেষ সুপারিশসমূহ

পর্যবেক্ষণসমূহ থেকে প্রতিয়মান হয় যে একই ধরণের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হওয়া সত্ত্বেও সূচক অনুযায়ী জেলাসমূহের কার্যদক্ষতার পার্থক্য রয়েছে। যেমনঃ অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার পর্যাপ্ততায় কুড়িগ্রাম অপর দুই জেলা থেকে পিছিয়ে থাকলেও ব্যবস্থাপনা এবং মনিটরিং-এর সূচকসমূহে অনেক ভাল অবস্থানে রয়েছে। তাই সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে মাথায় রেখে যে এলাকা গুনগত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে যেসকল ক্ষেত্রসমূহে বেশী পিছিয়ে পড়ে আছে সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে

Funded by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

ধন্যবাদ